13 MAY 2011

প্রথম আলো-নাফিয়া গাজী বিতর্ক

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ইনস্টিটিউট চ্যাম্পিয়ন

বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিবেদক ●

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র-শিক্ষক কেন্দ্র (টিএসসি) মিলনায়তনে গতকাল শুক্রবারের সন্ধ্যাটা যেন এক টুকরা সংসদ। সংসদীয় বিতর্কের আদলে সাজানো এক বিতর্ক সভা বসে একজন 'স্পিকারের' সভাপতিত্বে। জাতীয় সংসদের আদলে এখানেও এক পাশে সরকারদলীয় সাংসদের মতো করে বসেন একদল বিতার্কিক, আরেক দিকে বিরোধীদলীয় বিতার্কিকেরা। যুক্তিতর্ক-বক্তৃতা চলেছে, একই সঙ্গে চলেছে মুহুর্মুহু করতালি।

এমনই প্রতিদ্বন্দ্বিতাপূর্ণ পরিবেশে শেষ হলো '*প্রথম আলো* ১২তম নাফিয়া গাজী' আন্তবিভাগ বিতর্ক প্রতিযোগিতা'। চূড়ান্ত পর্বের বিতর্কের বিষয়বস্তু ছিল 'এই সংসদ মনে করে, বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধ সংস্কৃতি এলিটদের দখলে'। 'সরকার দলে' ছিল ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ইনস্টিটিউট অব ডিজাস্টার ম্যানেজমেন্ট অ্যান্ড ভালনারেবিলিটি স্টাডিজের শিক্ষার্থীদের দল। আর প্রতীকী 'বিরোধী দলে' ছিলেন রাষ্ট্রবিজ্ঞান বিভাগের শিক্ষার্থীরা।

প্রতিযোগিতায় চ্যাম্পিয়ন হয়েছে 'সরকারি দল' অর্থাৎ ইনস্টিটিউট অব ডিজাস্টার ম্যানেজমেন্ট অ্যান্ড ভালনারেবিলিটি স্টাডিজের দল। তবে শ্রেষ্ঠ বক্তা হয়েছেন প্রতীকী 'বিরোধীদলীয় প্রধান' আবু বকর সিদ্দিক। বিচারক প্যানেলের আটজনের মধ্যে ৪-৪ ব্যবধানে সমতা হলেও পয়েন্টের ভগ্নাংশের ব্যবধানে এই ফলাফল নির্ধারিত হয়। প্রতিযোগিতার আয়োজন করে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় বিতর্ক সংসদ (ডিইউডিএস)। মোট ৪৬টি বিভাগের শিক্ষার্থীরা এতে অংশ নেন।

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের অর্থনীতি বিভাগের ছাত্রী নাফিয়া গাজী ১৯৯১ সালের ২৯ মার্চ রাজধানীর মৌচাক মার্কেটের সামনে এক সড়ক দুর্ঘটনায় নিহত হন। তিনি একজন বিতার্কিক ছিলেন। তাঁর স্মরণে বিতর্ক প্রতিযোগিতা চালু করে ডিইউডিএস। প্রতি দুবছর পরপর এই প্রতিযোগিতা অনুষ্ঠিত হয়। এবারের ১২তম আসরে আয়োজনের সঙ্গে যুক্ত হয়েছে *প্রথম আলো*।

বিতর্ক শেষে পুরস্কার প্রদান অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথির বক্তব্যে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য আ আ ম স আরেফিন সিদ্দিক বলেন, 'একটা প্রস্তাবের পক্ষে-বিপক্ষে যুক্তি খণ্ডন করে আমরা শেষ পর্যন্ত যে জায়গায় পৌঁছাই, সেটাই হচ্ছে সত্য ও বাস্তবতার জায়গা, যেখান থেকে আমরা পরবর্তী সিদ্ধান্ত নিতে পারি।

অনুষ্ঠানে বিশেষ অতিথি বাংলাদেশ ব্যাংকের সাবেক প্রধান অর্থনীতিবিদ বীরূপাক্ষ পাল বলেন, 'বিতর্ক বিশ্ববিদ্যালয়ের একটা বিভাগ হওয়া উচিত ছিল। কিন্তু এখন পর্যন্ত আমরা সেটার জন্য প্রস্তুত নই।'

*প্রথম আলো*র সহযোগী সম্পাদক আনিসুল হক বলেন, 'বিতর্কে যারা বিজয়ী হয়েছে, তাদের অভিনন্দন। তবে দ্বিগুণ অভিনন্দন পাবে যারা হাসিমুখে পরাজয়কে বরণ করে নিতে পারে।'

অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন ডিইউডিএসের সভাপতি রায়হান শানন। সঞ্চালনা করেন সাধারণ সম্পাদক মাজহারুল কবির।